ছোড়দার স্বয়ংবর

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ছোড়দা ঝুন্টির চুলের ঝুঁটি ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ কপালে তোলার মত করলেন, ''কি রে এক হাত লম্বা হয়ে গেছিস যে'' তারপর নিচু হয়ে দিদির পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করতেই দিদি যখন হাঁ হাঁ করে উঠলেন তখন স্মিত হেসে ''অতটা ম্লেচ্ছ এখনো হইনি দিদি— কি ভাবছো— সঙ্গে সঙ্গে গুরুজন মহলে বেশ একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। কিন্তু তাঁদের মনের অমূলক আশঙ্কা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ছোড়দা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে আসল কথাটাতে পৌঁছলেন— কেন এই জন্যেই এতক্ষণ ভালো ছেলের ভূমিকা। ''কই, কোথায় সব ফাইল-টাইল, নিয়ে এসো।''

কথাটা তার পর থেকে আমাদের বাড়িতে প্রায় প্রবাদবাক্যের রূপ ধারণ করেছে। গল্পটা আমি এতবার শুনেছি যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ছোড়দা পাঁচ বছর বিদেশ বাস করে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটা বেফাঁস কথা উচ্চারণ করেছিলেন কি না, কিন্তু এক ছোড়দার কথা বাদ দিলে—সকলেই ঐ কথাটি মনে মনে বেশ পছন্দ করেছিলেন মনে হয়। না বলে থাকলেও ওঁরা কথাটা হয়তো ছোড়দাকে দিয়ে না বলিয়ে ছাড়তেন না। তা ছাড়া সাক্ষী হিসেবে দিদি থেকে আরম্ভ করে আমাদের আট ভাই-বোনের সকলেই উপস্থিত। এই সামান্য কথাটা নিয়ে ছোড়দাকে যে কত বাক্য যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ ভেবে দেখতে গেলে ছোড়দার অপরাধ কি। মনের মধ্যে যে চিন্তাটা সবচেয়ে উপরে ভাসছিল, ভালমানুষী করে সেটি বলে ফেলেই না ছোড়দার এই দুর্দশা। এই সংসারে টিকে থাকতে গেলে কতরকম ভন্ডামির আশ্রয় নিতে হয় পাঁচ বছর আমেরিকায় বাস করে ছোড়দার মাথা থেকে সেসব বেমালুম উবে গিয়েছিল মনে হয়।

ছোড়দা বোধ হয় আশা করেছিলেন বাড়ি এসেই দেখবেন পাত্রীর বাবাদের না হোক, ঘটক আর দাদালদের লম্বা লাইন লেগে গেছে। একেবারে পাদ্য - অর্ঘ নিয়ে না হোক মুহুর্মুহু টেলিফোন করে ব্যস্ত করে তুলছেন তাঁরা— আর চিঠির স্তূপে টেবিল স্তূপাকার। কিন্তু তার কোন লক্ষণ চোখে তো পড়লই না এমনকি, তাঁর যে পাত্র হিসেবে একটু দাম বেড়েছে আত্মীয়স্বজনদের হাবেভাবে তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পেল না। চেহারার পারিপাট্য সম্বন্ধে তাঁর মনে পাঁচ বছরে যে গর্ব জমেছিল তা নিমেষে ধুলিসাৎ করে দিয়ে দিদি বলে বসলেন, ''এ কি চেহারা করেছিস না খেয়ে। আহা, গেলি কেমন গায়ে - গতরে—''

'বুঝলে না, ডায়েট করার চেষ্টা করেছিল' টিপ্পনি কাটলে মেজদি।

কিন্তু ছোড়দার প্রশ্নের উত্তর কোথায়। তাই লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে মুখ ফুটে বলতেই হল— ''কই ফাইল-টাইল কোথায় সব।''

কিসের ফাইল তা আর কারো বুঝতে বাকি ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ল। ফাইল? কি ফাইল? ফাইলের বিষয় কেউ তো কিছু জানে না। এতদিন বাদে ছোড়দাকে বিরক্ত করার সুযোগ পাওয়া গেছে, এ সুযোগ কি কেউ হেলায় নষ্ট হতে দেয়। অন্যদের মুখে নির্বিকার ভাব দেখে সদ্য আমেরিকা ফেরত ছোড়দা উষ্মা প্রকাশ করে চেঁচিয়ে বললেন, ''কিসের ফাইল। আশ্চর্য কান্ড! এই যে প্রত্যেক চিঠিতে লিখছি নেমেই যেন দেখি পাত্রীদের ফাইল রেডি করা আছে সেসব কি উবে গেল নাকি?'' সকলে হাসি চেপে বললে, ''ও পাত্রীদের ফাইল। তাই বল।''

ছোড়দা এবার একটু কম রাগতভাবে বললেন, ''হ্যাঁ, মনে পড়েছে তাহলে, পাত্রীদের ব্যবস্থা। তার হয়েছে কিছু?''

সেজদি বললেন, ''এরে ঝন্টু, দ্যাখ না পাত্রীরা সব কোথায় গেল— খাটের তলাটলাগুলোও খুঁজে দেখিস।''

''ঠাট্টা হচ্ছে?'' ছোড়দা এতক্ষণে সত্যিকার চটলেন। আমি কি পাত্রীদের ধরে আনতে বলেছি নাকি?''

''ওরে ঝন্টু, থাক থাক, পাত্রীদের এখন দেখবে না বলছে'' ঝন্টুর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন, মেজদি।

ছোড়দা এর পর রাগে অন্ধ হয়ে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে বসলেন দিদির সামনেই। এর পরে কি মজাটা হয় দেখার প্রতীক্ষায় সকলে উদ্‌গ্রীব, দিদি তাড়াদাড়ি ব্যাপারটা সামলে নিলেন। ''কি যে পিছনে লাগতে পারিস তোরা। সেই যে নহবতপুরের জমিদারের কে যেন চিঠি লিখেছিলেন, বার কর না—।''

জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ঠুকে নিভিয়ে ছোড়দা এক সঙ্গে চোখে কৌতূহল আর মুখে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বললেন, ''নহবতপুর!''

মেজবৌদি হাটে হাঁড়ি ভেঙে বসলেন। ''কৃষ্ণনগরের মেয়েটির চোখ দুটি বেশ। আন না ঝন্টু আমার দেওয়াল আলমারির ডানদিকের তাকে।—''

ছোড়দা আঁতকে উঠে বললেন, ''শাড়ির তলায় - টলায় নিশ্চয় গোঁজা আছে! সত্যি বৌদি। এ সমস্ত দরকারী জিনিস ফাইল করে রাখতে তোমাদের হাজার বার বলেছি। কানে কথা নাও না বলেই তো এই দুর্গতি।''

ফাইল অবশ্য শেষ পর্যন্ত বার করা হয়েছিল কিন্তু খুব সহজে নয়। অনেক চটাচাটি, অনেক উপদেশ বর্ষণ, অনুযোগ অভিযোগ— অবশেষে সেই মহামূল্য পুঁথিখাঁনা ছোড়দার হাতে এল। দেখে তো ছোড়দা রেগেই অগ্নিশর্মা। মোটে পাঁচখানি ছবি। ও আবার একজন বি-এ ফেল। আর কি সব খুকু খুকু চেহারা। সেলাই জানেন তবে আর কি! ছোড়দা রাজা হয়ে গেলেন। একটার নাম পর্যন্ত ভদ্রগোছের নয়। এই হল তোমাদের চেষ্টাচারিত্রের নমুনা। বাংলা দেশের পাত্রীদের সব হল কি। আজকাল কি যে যার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছে নাকি। ভালো, ভালো। দেশের উন্নতি হচ্ছে বল।

ছোড়দার অভিযোগ যে সত্যি নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য এবার আত্মীয়স্বজনেরা উঠে পড়ে লাগলেন। চিঠির সঙ্গে জড় হতে লাগল ছবির পর ছবি। মনে হল ছোড়দা এতদিনে একটু সন্তুষ্ট হয়েছেন। সেই সব ছবির মধ্যে বাছা বাছা সুন্দরীদের বাড়ি গিয়ে ইনটারভিউ হতে লাগল। তবে ছোড়দার মত কড়া এগজামিনারের হাতে পাশ করা কি সোজা? কেউ বড্ড বোকা-বোকা, কেউ অতিরিক্ত চালাক-চালাক, কাউকে দেখেই ছোড়দা বুঝে ফেলেছেন সে বিয়ের দু-মাসের মধ্যেই বেদম মুটিয়ে যাবে, কেউ

না জিগ্যেস করেই ছোড়দার চায়ে দুধ দিয়ে ফেলেছিল ইত্যাদি কতরকম দোষে যে পাত্রী নাকচ হতে লাগল তার আর ইয়ত্তা নেই। আদব - কায়দা, ভাবভঙ্গি, চেহারা একসঙ্গে সবগুলি নিখুঁত কি পাওয়া যায়? সকলেই ছোড়দাকে বললেন, বৌকে গড়েপিটে মানুষ করে নিতে। ছোড়দা শুনে বললেন, ''হ্যাঁ। তাহলেই হয়েছে। বিয়ে করব বৌ না পালিতা কন্যা?'' নেহাত যদি অপ্সরী না হলে নয়, তা হলে ওদেশ থেকে একটির ডানা কেটে আনলেই হত—এমন কথাও প্রকাশ্যে বলাবলি হতে লাগল। কিন্তু ছোড়দা নাছোড়বান্দা। তাঁর মনের মত পাত্রীটিকে তিনি খুঁজে বার করেই ছাড়বেন। এমনকি গোপনে দশ টাকা কোন যেন ঘটক অফিসে জমা দিয়ে নাম রেডিস্ট্রি করে এলেন। তবু মনের মত পাত্রী কই? এক একটা দরখাস্ত আসছে, ছোড়দা সব ফেলে আগে ছবিটি হাতে তুলে নেন আর নিয়েই নিন্দেয় পঞ্চমুখ হন।

''আরে ছ্যা। একে বলে পাত্রী? নাকটা বোঁচা, চোখ দুটো চীনেদের মত—''

''তোর নিজের নাকটার দিকে একবার চেয়ে দেখবি। তোর বৌ কি হবে নাকেশ্বরী?'' বললেন মেজদি।

নিজের নাকের দিকে তাকাবার মত মনমেজাজ তখন নেই ছোড়দার। তিনি পরের ছবিটির দিকে মনোনিবেশ করেন।

''এ কি, এ যে ঘটিহাত জামা। আমি কি পিসিমা চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছি নাকি?''

এ কথায় পিসিমা মনে দুঃখ পেলেন। ''যখন যেমন ফ্যাশান বাবু। আমাদের সময় তবু জামায় দু-খানা হাত ছিল, একেলে ধিঙ্গীদের মত কেটে ওড়াইনি। ওড়ালেই রক্ষে ছিল!''

আদর্শ পত্নী হবার পক্ষে দরকারী যেসব বিশেষণ ছোড়দা পকেটে নিয়ে ঘুরতেন সেগুলো যে শেষ অবধি কোন পার্থিব রমণীর মধ্যে পাওয়া যাবে এ আশা ছিল দুরাশা। কিন্তু সেই অসম্ভব অবশেষে সম্ভব হল। ছোড়দার পছন্দমত মেয়ে পাওয়া গেল। এবার বিয়ের দিন দেখতে পারো—এই গোছের একটা কথা বলে সকলকে চমৎকৃত করে দিলেন ছোড়দা। কথাবার্তা পাকা করার জন্য একদিন কন্যাপক্ষের লোকেরা আমাদের বাড়িতে এলেন।

দুর্ভাগ্যবশত এসব ঘটনা আমার কিছুই মনে নেই— আমার সামনে ঘটলেও তার সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করার বয়স তখন আমার হয়নি। শুনেছি পরে, সকলের মুখে। শুনে শুনে ঘটনাগুলো আমার মনে বেশ স্পষ্টভাবে গাঁথা হয়ে গেছে। অনেক সময় ভুল করে মনে হয় আমিই বুঝি এসব নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি।

যাই হোক তাঁরা তো যথারীতি গলায় পাটকরা চাদর ঝুলিয়ে আমাদের বাড়ি পদার্পণ করলেন। ছোড়দাকে নিয়ে সকলের এমন পুত্রদায় উপস্থিত হয়েছিল যে, মহাসমারোহ বেধে গেল। প্রচুর আদর, আপ্যায়ন, ভুরিভোজের পর তাঁরা রাশিচক্রের কথাটা তুললেন।

কি কুক্ষণে ছোড়দা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথাটা তাঁর কানে যেতেই তিনি বড়দার মুখ থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, ''কি বললেন, এইমাত্র— রাশিচক্র দেখতে চান?''

তাঁরা সরল মনে জানালেন, ''আজ্ঞে হ্যাঁ আপনার রাশিচক্রটা একবার মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কি না।''

''হুম। তা রাশিচক্র দেখতে তো একটু অসুবিধা আছে।''

''ও, এখানে নেই বুঝি?''

''এখানে নেই নয়, এখন নেই। ছিল, তবে পুড়িয়ে ফেলেছি।''

এ কথার শোনার পরে তাঁদের আর বাক্য স্ফুর্তি হল না, হুঁ হাঁ করে তাঁরা ধীরে ধীরে সরে পড়লেন।

তার পরে ছোড়দার তর্জনগর্জন দেখে কে! কি এতবড় কথা, বলে রাশিচক্র বার করুন। ছোড়দাকে কি মনে করেছে ওরা। একটা পৃথিবী বিখ্যাত জায়গার ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছেন— সে কিনা বৃশ্চিক কি পিপীলিকা রাশি এটাই হবে তাঁর পরিচয়? দেশের শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তি যখন এই তখন আর এ দেশের উন্নতির কোন আশাই নেই। আরো নানা বাছা বাছা বাক্যবাণ প্রয়োগ করেও ছোড়দা ক্ষান্ত হলেন না—এর পর থেকে পাত্রী পক্ষদের ঐ রাশিচক্র পুড়িয়ে ফেলার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে আগেভাগেই তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার পথ প্রশস্ত করে দিতেন। দিদি একদিন ধমক দিয়ে বললেন,—''এসব কি আরম্ভ করেছিস! এমন করলেই তোর বিয়ে হয়েছে!''

দিদির কথা যে এমন বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত তা আগে কে জানত। যতদিন যায় ছোড়দার বয়স ক্রমে বাড়তে থাকে। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হল, শেষে একদিন চল্লিশ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কাও দেখা দিল। ছোড়দার জন্য মেয়ে দেখার উৎসাহ আর কতদিন থাকবে — সকলেরই তো খেয়ে দেয়ে কাজ আছে। ছোড়দা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও এই নিয়ে কেউ আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না। তারপরের ঘটনা ঘটল আমার চোখের সামনে।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা ছোড়দা নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করলেন তিনি সাউথ স্ট্রিটে একটি ফ্ল্যাট নিচ্ছেন। এই শুনে সকলে আকাশ থেকে পড়বেন এবং তাঁকে না যাবার জন্য হাতে পায়ে ধরে অনুনয় করবেন এ রকম বোধহয় ভেবেছিলেন তিনি।

শুনে সকলে বললেন, ও, আচ্ছা। কেউ কেউ জানতে চাইলেন বৌ কোথাকার। দিদিরা বললেন, ''বৌভাতে আমাদের নেমন্তন্ন করবি তো!''

ছোড়দা চটেমটে বললেন, ''আমি কি বলেছি বিয়ে করছি!''

''তা হলে আবার আলাদা হবি কোন দুঃখে?''

কিন্তু ছোড়দার মতিগতি ঠিক বোঝা গেল না। তিনি বিশেষ কথাবার্তা না বাড়িয়ে মহাসমারোহে একদিন ফ্ল্যাটবাসী হলেন। আমাদের এতে সুবিধেই হল। প্রায়ই আমরা অসময়ে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে হানা দিতাম ছোট বৌদিকে দেখার আশায়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, গিয়ে দেখতাম ছোড়দা রাশি রাশি রেকর্ড ও ডিটেকটিভ বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। ছোট বৌদি বা তাঁর বোনেরা কেউ ধারে কাছেও নেই। ছোড়দা এখনো পছন্দমত মেয়ের আশায় আছেন। কেউ উৎসাহী হলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।